গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

নম্বর ১৮.০০.০০০০.০২১.২২.০১২.২৫-২১৫

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
০৮ জুন ২০২৬

বিষয়: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লাইসেন্সিং নীতিমালা, ২০২৬

যেহেতু, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জেটি, বিশেষায়িত জেটি ছাড়াও বহিঃনোঙ্গরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিংসহ অপরাপর বর্ধিত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পাদনের স্বার্থে বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের সংখ্যা যৌক্তিক হারে বৃদ্ধি করা সমীচীন; এবং

যেহেতু, বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরগণকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে লাইসেন্স প্রদান ও তাহাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা অত্যাবশ্যক;

সেহেতু চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার নিম্নরূপ "বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নীতিমালা, ২০২৬" প্রণয়ন করিল:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, অধিক্ষেত্র ও কার্যকারিতা।**– (১) এই নীতিমালা "বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নীতিমালা, ২০২৬" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল টার্মিনাল, বার্থ বা জেটি এবং চট্টগ্রাম বন্দরে ভেড়ানো বা বহির্গামী যাহাই হউক না কেন সকল জাহাজের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-

(ক) **"লাইসেন্স"** অর্থ এই নীতিমালার অধীনে প্রাপ্ত লাইসেন্স;

(খ) **"শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর"** অর্থ চট্টগ্রাম বন্দরের Regulations for Working of Chittagong Port (Cargo and Container), 2001 এর Rule 2 (78a) অনুযায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর;

ব্যাখ্যা: শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর (Ship Handling Operator) বলিতে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যাহারা বন্দরে আসা জাহাজ থেকে পণ্য খালাস (Unloading) অথবা বন্দর হইতে বহির্গামী জাহাজে পণ্য বোঝাই (Loading) ইত্যাদি যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে;

(গ) **"নীতিমালা"** অর্থ বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নীতিমালা, ২০২৬;

(ঘ) **"বার্থ অপারেটর"** অর্থ চট্টগ্রাম বন্দরের Regulations for Working of Chittagong Port (Cargo and Container), 2001এর Regulation 2 (4a) অনুযায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার্থ অপারেটর, যাহার বন্দরের জেটি বা জেটি এলাকায় পণ্য বা মালামাল ট্রাক বা অনুরূপ কোনো পরিবহনে তুলিয়া থাকে বা কোনো শেডে স্থানান্তর করে বা উক্তরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(ঙ) **"টার্মিনাল"** অর্থ সমুদ্র সংশ্লিষ্ট পশ্চাৎ সুবিধাদি সংবলিত জেটি বা বার্থ অথবা এইরূপ কোনো স্থাপনা যাহাতে নৌযান নোঙর করা বা নোঙর করিয়া ভিড়ানো যায়, যেখানে জাহাজ হইতে পণ্য খালাস এবং জাহাজে পণ্য বোঝাই, কন্টেইনারে পণ্য স্টাফিং এবং কন্টেইনার হইতে আনস্টাফিংপূর্বক শেডে সংরক্ষণ

করা যায় এবং পরবর্তীকালে অন্য কোনো যানবাহনে পরিবহনের নিমিত্ত বা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের চাহিদা অনুযায়ী গন্তব্যস্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(চ) **"টার্মিনাল অপারেটর"** অর্থ এমন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ, যাহারা কোনো বন্দরের নির্দিষ্ট একটি টার্মিনাল (যেমন: কন্টেইনার টার্মিনাল, অয়েল টার্মিনাল বা কার্গো টার্মিনাল) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ছ) **"জেটি বা বার্থ"** অর্থ এইরূপ কোনো স্থাপনা যাহাতে প্ল্যাটফর্ম, স্টেজ, র‍্যাম্প, কি, ঘাট থাকে এবং যাহাতে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে ও পণ্য খালাস, বোঝাই, ট্রান্সশিপমেন্ট করা যায়;

(জ) **"আইএসপিএস (ISPS) কোড"** অর্থ **SOLAS (Safety of Life at Sea)** কনভেনশনের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক ও বাধ্যতামূলক নীতিমালা, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিয়োজিত জাহাজ এবং বন্দরগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকার, জাহাজ কোম্পানি এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি সমন্বিত কাঠামোর মাধ্যমে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ঝুঁকি শনাক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং তা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা স্তর (Security Levels) নির্ধারণ করে;

(ঝ) **"সোলাস (SOLAS) কনভেনশন"** অর্থ আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (IMO) কর্তৃক প্রণীত একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র নিরাপত্তা চুক্তি, যা সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নির্মাণ (Construction), সরঞ্জাম (Equipment) এবং পরিচালনার (Operation) ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন নিরাপত্তা মানদন্ড (Minimum Safety Standards) নির্ধারণ, সমুদ্রপথে জাহাজের দুর্ঘটনা হ্রাস এবং নাবিক ও যাত্রীদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে; এবং

(ঞ) **"পণ্য (Goods)"** অর্থ, প্রযোজ্য ক্ষেত্র, যে কোনো ধরনের কন্টেইনার (Container) বা মালবাহী বাক্স (ISO Standard বা অন্য কোনো মান দ্বারা সংজ্ঞায়িত), তরল ও গ্যাসীয় পণ্য (Liquid & Gaseous Cargo, যেমন: তেল, LPG, ইত্যাদি), রাসায়নিক দ্রব্য বা পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিবাহিত যে কোনো তরল পদার্থ।

(২) যে সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি এই নীতিমালায় ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দেশে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই নীতিমালার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া।**— (১) চট্টগ্রাম বন্দরে বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর হিসেবে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে যে-কোন প্রতিষ্ঠানকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হইতে বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ অপারেটর লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের Regulations for Working of Chittagong Port (Cargo and Container), 2001 (৬ মে ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত) এর regulation 74 এর দফা (1), (2) ও (2A) অনুযায়ী সরকারি ক্রয় আইন, ২০০৬ ও সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধানসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণপূর্বক দরপত্রের মাধ্যমে বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সৃষ্টি ও উপযুক্ত নিয়োগ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের Regulations for Working of Chittagong Port (Cargo and Container), 2001 এর Regulation 68 এর দফা (1) এর আলোকে বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ অপারেটরের যোগ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) সফল দরদাতাগণ Regulations for Working of Chittagong Port (Cargo and Container), 2001 এর regulation 74 এর দফা (2) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কাজ করিবার লক্ষ্যে ও দরপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিয়োজিত থাকিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইবে।

৪। **বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লাইসেন্স প্রদান।-** (১) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদানের জন্য যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া আবেদন আহ্বান করিতে পারিবে।

(২) চট্টগ্রাম বন্দর আইন-২০২২ এবং Regulations for Working of Chittagong Port (Cargo and Container), 2001 (৬ মে ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত) এর Regulation 68 অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করিতে হইবে:

(ক) আবেদনকারী কর্তৃক বাংলাদেশের যে কোনো বন্দরে জাহাজ হইতে পণ্য বা কন্টেইনার লোড ও আনলোড করিবার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা (দরপত্র দলিল অনুযায়ী) সম্পন্ন কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে এবং উক্ত সমর্থনে প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে;

(খ) আবেদনকারী সক্ষমতার প্রমাণক হিসেবে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ থাকার সমর্থনে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ দাখিল করিতে হইবে;

(গ) জাহাজ মালিক, শিপিং কোম্পানি, চার্টারার, সরকারী সংস্থা বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কাস্টমস্ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিপিং এজেন্ট আবেদনকারীর সহিত ব্যবসা পরিচালনার চুক্তি করিতে সম্মত আছেন মর্মে প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) শ্রমিক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মজুরি-বেতন, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য আর্থিক দায় মেটানোর জন্য আর্থিক সমক্ষতা থাকিবার সমর্থনে প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ঙ) জাতীয়তার প্রমাণ, আয়কর পরিশোধ সনদ, ভ্যাট নিবন্ধন সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, শ্রমিকের জন্য বীমা কভারেজ সনদ এবং সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার সনদ ও প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে এবং নাগরিকত্বের স্বপক্ষে এনআইডি বা পাসপোর্ট এর অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য-কে আহবায়ক করিয়া ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করিবে। উক্ত কমিটিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কারিগরী বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন প্রতিনিধি ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি রাখিতে হইবে।

(৫) দফা (৪) এ বর্ণিত কমিটি প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে।

(৬) উক্ত কমিটি দফা (৫) এর কার্যক্রম গ্রহণের পর চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বরাবরে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক্ষের বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

৫। **বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লাইসেন্স নবায়ন পদ্ধতি।-** (১) এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রতিবছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ সুনির্দিষ্ট ফরমে পরিচালক (ট্রাফিক), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করিবে। আবেদনপত্রের সহিত নিম্নোক্ত দলিদাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি;

(খ) পূর্ববর্তী লাইসেন্সিং কার্যকালে সম্পাদিত কাজের বিবরণ;

(গ) টিআইএন সার্টিফিকেট এর কপি;

(ঘ) হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন এর কপি;

(ঙ) হালনাগাদ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এর কপি;

(চ) নিরাপত্তা জামানতের প্রমাণক;

(ছ) বন্দরের লাইসেন্স নবায়ন ফি পরিশোধের মূল কপি;

জ) চট্টগ্রাম বন্দরের কোন পাওনা বকেয়া নেই মর্মে এবং বন্দরের কোন স্থাপনা ড্যামেজ, পিলফারেজ (Pilferage) ইত্যাদি বিষয়ে ইতিপূর্বে দায়ী হয়নি বা কার্গো হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত কোন দূর্ঘটনা তদন্তাধীন নেই মর্মে উল্লেখপূর্বক ৩০০ (তিনশত) টাকা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঘোষণাপত্র; এবং

(ঝ) লাইসেন্স নবায়নের জন্য ৫০,০০০ মেট্রিক টন কার্গো বা ৫০,০০০ TEUs Container Handling এর অভিজ্ঞতার প্রমাণক।

(২) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর পর পর নবায়ন করিতে হইবে।

৬। **বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লাইসেন্স বাতিলের পদ্ধতি।-** (১) এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত বিধি-বিধানসমূহ অমান্য করিলে অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রতিষ্ঠানের মালিক/কর্মচারী নিয়ম বহির্ভূত গুরুতর কোন কার্যের জন্য দায়ী সাব্যস্ত হইলে বা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হইলে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এবং Regulations for Working of Chittagong Port (Cargo and Container), 2001 (৬ মে ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত) এর Regulation 68 এর দফা (১০), (১১) ও (১২) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয় তদন্তপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা যাইবে:

(ক) লাইসেন্সধারী শ্রমিকের মজুরি, চাঁদা বা লেভি প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে;

(খ) লাইসেন্সধারী স্বাভাবিক কাজের মান বা জেটিতে বা জাহাজে পণ্য বা কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর জন্য নির্ধারিত রেইট নিয়মিত রাখিতে ব্যর্থ হইলে;

(গ) লাইসেন্সধারী অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে কম ডক শ্রমিক একটি গ্যাং এ নিয়োগ করিলে এবং তাহা হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাইলে;

(ঘ) লাইসেন্সধারী বা তাহার কোন কর্মচারী চুরি, তছরূপ, চোরাচালান বা পণ্য বা কন্টেইনারের ভুল হিসাবরক্ষণ বা বিলিংয়ের সঙ্গে জড়িত বলিয়া প্রমাণিত হইলে;

(ঙ) লাইসেন্সধারী কোন অননুমোদিত শ্রমিক বা কর্মচারী অথবা যথাযথ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে নিয়োগ করিলে;

(চ) লাইসেন্সধারী বা তাহার কোনো কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কোন সংস্থার কর্মকর্তার সঙ্গে বেআইনি কোনো আচরণ প্রমাণিত হইলে;

(ছ) লাইসেন্সধারী বা তাহার কোনো কর্মচারী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আইন, অধ্যাদেশ বা বিধি ইত্যাদির বিধান লঙ্ঘন করিলে বা কোনো অনিয়ম বা অপরাধ করিলে;

(জ) প্রশাসনিক বা অপারেশন সম্পর্কিত বা সময়ে সময়ে জারিকৃত Standard Operating Procedure (SOP) অমান্য করিলে; এবং

(ঝ) মিথ্যা তথ্য কিংবা জাল ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে লাইসেন্স নেয়া হইলে লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে

(২) দফা (১) এর বিষয়াদি ছাড়াও লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিথ্যা/অমূলক তথ্যের মাধ্যমে বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য বিব্রতকর, কর্মপরিবেশ বিনষ্টকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করিলে তাহা তদন্তপূর্বক প্রমাণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা যাইবে।

(৩) শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বার্থ অপারেটরের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও বাতিলের বিষয়ে দেশে প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর এবং বাংলাদেশের স্বার্থ তথা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডের সহিত জড়িত থাকিলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

৭। **লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে ফি।**– (১) এই নীতিমালার অধীন শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর বা টার্মিনাল অপারেটর বা বার্থ অপারেটর লাইসেন্সিংয়ের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নিকট লাইসেন্স আবেদন ফি বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা (অফেরতযোগ্য) দাখিল করিতে হইবে:

উল্লেখ থাকে যে, এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন জমাকৃত আবেদন ফি কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) হিসেবে সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদন ফি সরকার কর্তৃক সময় সময় পরিবর্তিত ও নির্ধারিত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আবেদনের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাইক্রমে উপযুক্ত ও যোগ্য বিবেচিত বার্থ অপারেটর বা টার্মিনাল অপারেটর বা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরগণের লাইসেন্স ইস্যু ফি ও নবায়ন ফি বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের এসআরও নম্বর ৩৬৪-আইন/২০২৫ মূলে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য প্রণীত ট্যারিফ শিডিউলের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে এবং উক্তরূপে নির্ধারিত ফি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা দিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে আদায়কৃত ফি এর অর্থ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় বলিয়া হিসাবায়ন করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরগণকে জামানত বাবদ ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা করিতে হইবে যাহা লাইসেন্স সমর্পণের ক্ষেত্রে ফেরতযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। **জামানত বাজেয়াপ্ত, ইত্যাদি।**– (১) যদি কোনো শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর তাহাদের কার্যক্রম সম্পাদনে কাঙ্ক্ষিত মান বজায় রাখিতে, বিশেষ করিয়া জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের নির্ধারিত গতি (Handling Rate) বজায় রাখিতে ব্যর্থ হয়, বা তাহাদের অদক্ষতার কারণে বন্দরে জাহাজের অবস্থানকাল (Turnaround Time)

অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায় এবং/অথবা বারংবার তাহার উক্তরূপ ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে অথবা টানা ৩ মাস বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্তোষজনক সেবা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর কর্তৃক জমাকৃত জামানতে অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিতে পারিবে।

(২) যদি কোনো বার্থ বা টার্মিনাল অপারেটর পণ্য বা মালামাল ট্রাক বা অনুরূপ কোনো পরিবহনে লোডিং বা কোনো শেডে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তাহাদের কার্যক্রম সম্পাদনে কাঙ্ক্ষিত মান বজায় রাখিতে ব্যর্থ হয়, বা তাহাদের অদক্ষতার কারণে বন্দরের কন্টেইনার জট সৃষ্টি হয় বা জেটি বা টার্মিনালে কন্টেইনারের অবস্থান অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায় এবং/অথবা বারংবার তাহার উক্তরূপ ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে অথবা টানা ৩ মাস বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্তোষজনক সেবা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত বার্থ বা টার্মিনাল হ্যান্ডেলিং অপারেটর কর্তৃক জমাকৃত জামানতে অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিতে পারিবে।

(৩) যদি কোনো বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর বন্দরের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিধি ভঙ্গ করে অথবা ISPS Code (International Ship and Port Facility Security)-সহ বন্দরের নিরাপত্তা নীতিমালা মানতে অবহেলা করে বা অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা বা শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় (Health & Safety) কোনোরূপ গাফিলতির পরিচয় দেয় বা উহাদের অবহেলার কারণে বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা বা জানমালের ক্ষতি হয় বা হইতে পারে এইরূপ আশংকার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর কর্তৃক জমাকৃত জামানতে অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিতে পারিবে।

(৪) কোনো বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর কোনোরূপ আর্থিক অনিয়ম করিলে ও শ্রমিকগণের ন্যায্য পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতা প্রদর্শন করিলে অথবা বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা অন্যান্য চার্জ সময়মতো পরিশোধ না করিলে অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া বা জাল নথিপত্রের মাধ্যমে লাইসেন্স গ্রহণ করিলে অথবা শুল্ক ফাঁকি বা অবৈধ বাণিজ্যে সহায়তা করিলে বা সহায়তা করিবার প্রমাণ পাওয়া গেলে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর কর্তৃক জমাকৃত জামানতে অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিতে পারিবে।

(৫) কোনো বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর বন্দর এলাকার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে বা শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির মাধ্যমে বা অন্য কোনো প্রকারে বন্দর এলাকায় বেআইনি ধর্মঘট বা বিশৃঙ্খলা উসকে দিলে অথবা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকদের প্রদান না করিবার ফলে বন্দরের অপারেশন ব্যাহত হইলে অথবা কোনোরূপ মালামাল চুরি, আত্মসাৎ বা পাচারের সহিত উহাদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর কর্তৃক জমাকৃত জামানতে অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিতে পারিবে।

(৬) কোনো বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর উহাদের লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে উহার লাইসেন্স অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর বা সাব-লিজ (Sub-letting) দিলে অথবা লাইসেন্সের কোনো বিশেষ শর্ত (Specific Terms of Reference) ভঙ্গ করিলে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর কর্তৃক জমাকৃত জামানতে অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিতে পারিবে।

৯। **জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া।**— এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৮ এর কোনো বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটরের জামানত বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) **কারণ দর্শানো নোটিশ (Show Cause Notice):** প্রথমে অভিযুক্ত অপারেটরকে একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়ে কৈফিয়ত তলব করিতে হইবে।

(খ) **শুনানি (Hearing):** কারণ দর্শানোর জবাবের পর অপারেটরের বক্তব্য সন্তোষজনক না হইলে বা জবাব পাওয়া না গেলে তাহাকে শুনানির সুযোগ দিতে হইবে।

(গ) **আংশিক বা পূর্ণ বাজেয়াপ্ত:** শুনানীর পর, সন্তুষ্ট হইলে উহার জামানত বাজেয়াপ্ত কার্যক্রম রহিত করিবে অথবা উহার কর্মকান্ডের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাইলে বা জবাব দাখিল না করিলে বা শুনানীতে উপস্থিত না হইলে, ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জামানতের একাংশ বা সম্পূর্ণ অংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিতে পারিবে এবং একই সাথে উহার লাইসেন্স বাতিল বা কালো তালিকাভুক্ত (Blacklisted) করিতে পারিবে।

১০। **আপিল প্রক্রিয়া।**— (১) এই নীতিমালার অধীন যদি কোনো বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটরের জামানত বাজেয়াপ্ত বা লাইসেন্স বাতিল করা হয়, তবে তাহারা নিম্নলিখিত ধাপে আপিল করিতে পারিবে, যথা: –

(ক) **আপিল কর্তৃপক্ষ:** আদেশ জারির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড বরাবর লিখিত আপিল করিতে হইবে।

(খ) **শুনানির সুযোগ:** কর্তৃপক্ষ আপিলকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে হইবে।

(গ) **আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা:** চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড আপিল আবেদন প্রাপ্তির পর ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবে।

(ঘ) **রিভিউ কমিটি:** জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে, আপিল অভিযোগ খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড একটি নিরপেক্ষ "রিভিউ কমিটি" গঠন করিতে পারিবে।

(ঙ) **মন্ত্রণালয়ে আপিল:** যদি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সিদ্ধান্তে কোনো বার্থ বা টার্মিনাল বা শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর সন্তুষ্ট না হইলে, তাহারা নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর চূড়ান্ত আপিল করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। **লাইসেন্স আবেদন ফরম, ইত্যাদি।**- আবেদনকারী বা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন লাইসেন্সের আবেদন ফরম এবং নবায়নের ফরম চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করার ব্যবস্থা থাকিবে।

১২। **রহিতকরণ।**— এই নীতিমালা জারি হইবার পর, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বার্থ অপারেটর লাইসেন্সিং নীতিমালা, ২০২৫, অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া অভিহিত, রহিত ও বাতিল করা হইল।

(২) বাতিল করা সত্বেও উক্ত নীতিমালার অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই নীতিমালার অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত বা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। **নীতিমালা সংশোধন।**— নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সময় সময়, এই নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবে।

জাকারিয়া
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়